আদ্যাশক্তি মহামায়া
নিমা চিত্রম নিবেদিত॥
23-8-68

কাহিনী

"পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে"

যুগে যুগে, কালে কালে, যখ
পৃথিবী অধর্মের ভারে টলমল
উঠেছে, যখনই মানুষের সমস্ত শুভ বুদ্ধি
অশুভ বুদ্ধি গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে
ঠিক তখনই আবির্ভাব হয়েছে ঈশ্বরের।
তিনি কখনও এসেছেন কৃষ্ণরূপে, কখনো বা শিবরূ
কখনো এসেছেন কালী রূপে, কখনো বা দুর্গা রূপে।
তেমনি ভাবেই একদিন আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী মহামায়া

"আদ্যাশক্তি মহামায়া"

এই কাহিনীটিও তেমনি এক ধর্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ নরনারী
উদ্দেশ্যে আমাদের এই চিত্রটি নিবেদন করছি। আমাদের এই সশ্রদ্ধ নিবেদনের সঙ্গে
মিলিয়ে আপনারাও বলুন :

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

সংগীত

(১)

কণ্ঠ : মানবেন্দ্র মুখার্জী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জয় জয় ভগবান ॥
পতিতে তরাতে এলেন ধরাতে ॥
করুণা করিয়া দান
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জয় জয় ভগবান ॥
চরণে যাহার চন্দ্রসূর্য্য
হৃদয়ে ভকতি তারা
কণ্ঠে রামকৃষ্ণ তুলসী
নয়নে গঙ্গা ধারা ॥
শিরসি ব্রহ্ম জ্ঞানের আলোক
তাপিত জনার প্রাণ
জয় জয় ভগবান ॥
যুক্তি যেথায় ঠাঁই নাহি পায়
তর্কের পরাজয়।
ভক্তি আপনি ভক্ত হৃদয়ে
আসন পাতিয়া লয় ॥
দেহকে ঘিরিয়া দেহাতীত ঘোরে
তন্ত্রের সাথে তান
নমি নমি ভগবান
নমি নমি ভগবান।

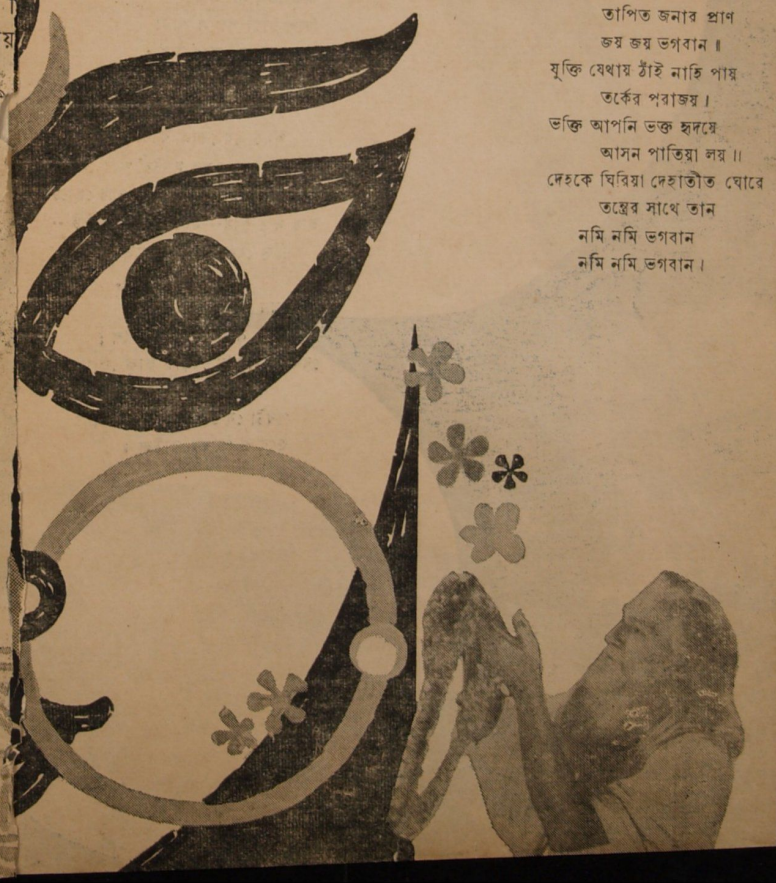

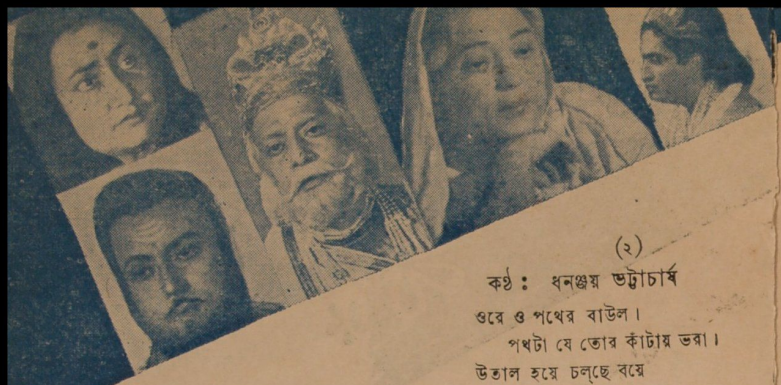

(২)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ওরে ও পথের বাউল।
পথটা যে তোর কাঁটায় ভরা।
উতাল হয়ে চল্‌ছে বয়ে
ছন্দ ছাড়া না যায় ধরা॥
দিক্ নিশানা নাই,
দিশে হারা পাগল পারা
কোথায় রে তোর ঠাঁই ;
বুঝি ··দিগন্তের ওই অন্তরালে
যেথায় ডোবে সন্ধ্যাতারা
পথটা যে তোর কাঁটায় ভরা॥
মন ভাঙ্গা ঘর মাটির' পরে লোটে,
ঘর ভাঙ্গা মন মাতাল হয়ে ছোটে ;
হায় মরি হায়···মাতাল হয়ে ছোটে···
চিত্ত যেথায় নিত্য সাজে
নিত্য নতুন বেশে,
সবুজ ঘন বনের মাথায়
নীল সায়রের দেশে ;
যেথায়···ভেসে বেড়ায় কাক্ জ্যোছনায়
সুর হারা শুক ছন্নছাড়া।
পথটা যে তোর কাঁটায় ভরা
ওরে ও পথের বাউল।

(৩)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

পাগল—পাগল—
আমরা পাগল—
এক এক জনা এক এক ভাবে পাগল।
তবে ভাই এইতো মজা
আমাদের মুক্তি সোজা
পাগল—ভোলানাথের ছেলেমেয়ের
এই ছাড়া কি গতি বল্
পাগল—পাগল—পাগল—
আমাদের মায়ের রূপে জগৎ আলোময়
পাগল, না হলে শিব অমন কি আর
নয়ন মুদে রয়
অমন সুধাময়ীর সুধা ফেলে
পান করে গরল,
পাগল—পাগল—পাগল।
তুমি মা পাগল নিয়ে ঘর করো তাই
ভাবনা যে হয় খালি
ভূতের বেগার খেটে সন্ধ্যে সকাল
অঙ্গ হল কালি
কালী—কালী
অঙ্গ হল কালি।
তবে মা দোষ ধোরোনা একটি শুধাই কথা
কী বলে স্বামীর বুকে রাখলে চরণ
কাটলে নিজের মাথা।
তবে কি তুমিও মা এই দলেরই
ভাব ভাবনার এমনি ফল।
আমরা পাগল—
এক এক জনা এক এক ভাবে পাগল—
পাগল—পাগল—পাগল

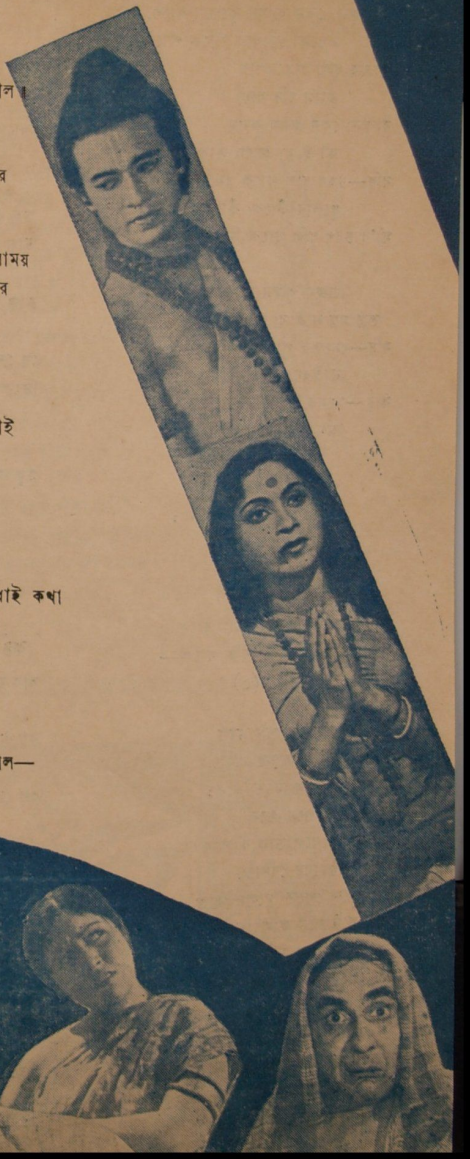

(৪)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

সাধন ভজন না-ইবা যদি থাকে ;
থাক্‌না কেন আস্তা কুঁড়ের পাশে,
নয়তো ডোবার পাঁকে পাঁকে
পথের ধূলা অবহেলায়
জনম যদি যায়,
থাকনা কেন জনম জনম
কী-ই বা আসে তায় ;
যদি—চরণ ধূলি থাকে মিশে
ধূলোর ফাঁকে ফাঁকে ।
মা'র চরণ ধূলি থাকে মিশে ধূলোর
ফাঁকে ফাঁকে ।
ভজন পূজন না-ই বা যদি থাকে ॥
তন্ত্র মন্ত্র নাই বা হ'ল
যদি—নেতের পাতে নীর ঝরে,
নাইবা হল বনের জবা
যার—মনের জবায় রং ধরে ।
অন্ধ হয়ে রয় যদি বা
অন্ধকারের কোণে,
বধির হয়ে বন্ধ ঘরে
ডাক যদি না শোনে ;
কী-ই বা আসে যায় ।
বন্দনা তার বন্দী হয়ে
পড়বে রাঙা পায় ।
ভাবের ঘরে ফাঁক যদি না রাখে ॥
সাধন ভজন নাই বা যদি থাকে—

(৫)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

পরখ যদি নিতে হয় মা
তোর ও পরখ দিতে হবে ;
দেখে শুনে গুনে গুনে
মা মা বলে ডাক্‌ব তবে ।
আদি অন্ত বেদ-বেদান্ত,
খুঁজে পেতে দিলেম ক্ষান্ত ; (মা)
দেখি ঘটে পটে জলে শিলে
জ্যান্ত হয়ে উঠিস কবে ।
রূপ থেকে মা রূপান্তরে যাব ;
মন্তের সাথে পথের সারা পাব ;
ভয় কি ভবের ভোলা পথে,
কি যায় কারোর মতামতে ;
যখন অরূপ স্বরূপ এক সুরেতে
একই তারে জড়িয়ে রবে ॥

(৬)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

শুধু মা তোর চরণ দুটি
মন করেছি জনম জনম
ঐ চরণে পড়ব লুটি ।
শুধু মা তোর চরণ দুটি ।
তাও শুনি ত্রিপুরারী
আগে থেকেই অধিকারী ।
ভরসা কি দেবে ছাড়ি
ঐ খাস দখলের পাকা খুঁটি ॥
শুধু কাড়া কাড়ি লুটো পুটি ॥
ভাগ বসাব পুরোভাগে
দাবী কিছু নাই গো নাই,
হাত বাড়াব ভোগের আগে
যদি দুটো পাই মা পাই ;
সে ভোগে কি ভুখ্ মিটাবে,
ভিকের কুঁড়া কেড়ে খাবে ;
বোকা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে
ছর বেটা সব নেবে লুটি ।
শুধু কাড়াকাড়ি ছুটোছুটি—
শুধু মা তোর চরণ দুটি ।

(৭)

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী

যাব যাব করিস্ মাগো
যাবার এত কিসের তাড়া ?
বাপের ঘরে মন বসে না
এ তোর উমা কেমন ধারা ?
বল দেখি মা হরের ঘরে
দিন্ চলে তোর কেমন করে
শুনি—শব হয়ে শিব থাকেন পড়ে
বিভোর ভাবে আপন হারা ।
দিন গুনি মা দিনের পরে
মাসের পরে মাস,
বছর ঘুরে আসবে কবে
এই তো মনের আশ ;
সপ্তমী আর অষ্টমীতে
ভুলে ছিলেম দিনে রেতে
এই—কাল রজনীর নবমীতে
ভেবে ভেবে হইযে সারা
যাব যাব করিস মাগো—

(৮)

কণ্ঠ : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

ভয় কি রে আর অথৈজলে
অভয়া যার বুকের পরে
ত্রিতাপ-জ্বালার ধার কি ধারি
যার ত্রিধারা বয় হৃদয় ভরে ।
তন্ত্রমন্ত্র আরাধনে
ভ্রান্তি ভ্রমে ভ্রান্তমনে ;
দেহযন্ত্রে ক্লান্তিশুধু
যন্ত্রণা সার বন্ধঘরে ।
তাই বলে কি ভয় করিরে
অভয়া যার বুকের পরে ।
তরঙ্গের রঙ্গ দেখে
অঙ্গ যদি উজান চলে,
অনঙ্গের শঙ্কা কিরে
ডঙ্কা মেরে যাব দলে ;
শকতিরে সঙ্গে নেব,
অজপারে গুন ধরিব ;
ভকতিরে হালে বেঁধে
মুকতি মন্ত্রে যাব তরে ।
ত্রিতাপ-জ্বালার ধারকি ধারি
যার-ত্রিধারা বয় হৃদয় ভরে ।
ভয় কিরে ।

অনিমা চিত্রমের শ্রদ্ধাঞ্জলি :

আদ্যাশক্তি মহামায়া

প্রযোজনা—অনিমা রায়

পরিকল্পনা ও তত্বাবধায়ক—বিমল রায়

রচনা - চিত্রনাট্য - পরিচালনা—পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী

প্রধান সম্পাদক : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী

সংগীত পরিচালনা : সন্তোষ মুখার্জী। আবহ-সংগীত : কালিপদ সেন প্রধান আলোক চিত্রশিল্পী : রামানন্দ সেনগুপ্ত। গীত ও আংশিক কাহিনী অবলম্বন : অনন্ত চ্যাটার্জী। সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণ : সৌমেন চ্যাটার্জী, অনিল দাশগুপ্ত, জে, ডি, ইরানী। চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত। শিল্প-নির্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ রূপসজ্জা—ত্রলোচন পাল, দেবীদাস হালদার। প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত। ব্যবস্থাপনা : সুনীল সেনগুপ্ত। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। পট-শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত। প্রচার অঙ্কন : এস্ স্কোয়ার ॥ বি, টি, এজেন্সী এ, কে, কনসার্ন ॥ নিউ ডিস্‌প্লে ॥ ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ। কেশ-সজ্জা : শেখ ফরহাদ। সাজসজ্জা : ডি, আর, মেকআপ। সম্পাদনা : অনীত মুখার্জি।

প্রচার পরিকল্পনা : শ্রীপঞ্চানন।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : শংকর ভট্টাচার্য, কনক চক্রবর্তী, বরেন চ্যাটার্জী খোকন গাঙ্গুলী ॥ সংগীত পরিচালনায় : দিলীপ রায়। চিত্রশিল্পে : মৃন্ময়। শিল্প নির্দেশনায় : অনিল পাইন। সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই। ব্যবস্থাপনায় : অনিল দে, যোগেশ বসাক। শব্দগ্রহণে : বাবাজি।

* রূপায়ণে *

গুরুদাস, অসিতবরণ, অজিত ব্যানার্জী, জহর রায়, বীরেন চ্যাটার্জী, দ্বিজু ভাওয়াল, নৃপতি চ্যাটার্জী, রাজা মুখার্জী, অমরেশ দাস, মাঃ বাপী, পদ্মা দেবী, ৺রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, সুপর্ণা চ্যাটার্জী, বীণা চ্যাটার্জী, গীতা প্রধান, সংগীতা কর, শচীন মল্লিক, লক্ষ্মী অধিকারী, বঙ্কিম চৌধুরী এবং লিলি চক্রবর্তী।

আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রামদাস, রামবিলাস, হেমন্ত দাস।

টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও মোহিনী তরফদারের তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : তিলকরাজ মেহ্‌তা (পাটনা), সন্তোষকুমার সিংহ (পাটনা)

॥ নেপথ্য কণ্ঠে ॥

সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী, রীণা চ্যাটার্জী, স্মৃতি মুখার্জী, চন্দন মুখার্জী, গীতালী সেনগুপ্তা।

॥ পরিবেশনা : ॥ শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স ॥